পুঁজিবাদের রাহুগ্রাসে বিজ্ঞান

দেশে দেশে বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদী মিছিল

গবেষণাগার বা বিজ্ঞানের ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের ৬০০টি-রও বেশি শহরে মিছিল করলেন বিজ্ঞানীরা। ২২ এপ্রিল বসুন্ধরা দিবসের ঘটনা। ৬টি মহাদেশের প্রায় ১০০টি দেশে বিজ্ঞানকে রক্ষার ডাকে বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক তথা বিজ্ঞানপ্রেমী সাধারণ মানুষ এই মিছিলে অংশ নেন। শুরু হয় নিউজিল্যান্ড, তারপর অস্ট্রেলিয়ায়। মূল মিছিলটি হয় ওয়াশিংটনে। এর ফলে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মহাদেশ জুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ইংল্যান্ড, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মানি, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, চিলি, নাইজেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এই মিছিল হয়। ওয়াশিংটনে ১৫ হাজার, লস এঞ্জেলসে ১২ হাজার, নিউ অর্লিয়েন্সে-৫ হাজার, শিকাগোতে ৪, হাজার, ওকলাহামাতে ২ হাজার ও বার্লিনে ১০ হাজার মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

মিছিলের সংগঠকরা মূল উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করেন—'আমরা মানুষের জন্য বিজ্ঞানকে তুলে ধরার আহ্বান নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এবং নীতি-প্রণেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের কাছে জনস্বার্থে তথ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি প্রণয়ন করার আহ্বান জানাচ্ছি'। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা শপথ নেন—'যাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের হয়ে বলার, যাঁদের ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে তাঁদের অভয় দেওয়ার এবং যাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন তাঁদের সহযোগিতা করার — বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়ানোর শপথ নিচ্ছি আমরা'। সংগঠকরা কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত না হয়েও এই আন্দোলনকে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন বলেই ঘোষণা করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, বিজ্ঞান যখন জানায়— আপনার জল দূষিত, সেই তথ্যটিই যথেষ্ট নয়। এই দূষণের জন্য দায়ী কে, দূষণ দূর করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পথ নেওয়া হবে কীভাবে? এই প্রশ্নগুলির সমাধান করতে পারে প্রশাসন, পুরসভা এমনকী নাগরিক সমাজও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু এর সাথে জড়িয়ে আছে রাজনীতি। তাই রাজনীতি বাঁচিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা, তার ব্যবহার অর্থহীন। তাঁরা আরও ঘোষণা করেছেন যে, যখনই কোনও প্রতিষ্ঠান অন্যায় পক্ষপাতিত্ব , অবহেলা, বিজ্ঞানের অপব্যবহার এবং এর চর্চায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করবে, আমরা প্রতিবাদ করব।

মিছিলের সংগঠকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, সারা দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশেই তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের নানা ধারণাকে রাষ্ট্রনায়করা অস্বীকার করছেন। নানা অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচার ও সমর্থন করছেন, এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারি সাহায্য অনেক দেশই কমাচ্ছে। তাঁদের মতে বিজ্ঞান এখন এক সংকটের মুখে। তার মোকাবিলাতেই তাঁরা একত্রিত হয়েছেন। ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাংবাদিকদের এও বলেন যে, বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদের গ্রাস থেকে মুক্ত করতেই এই পথে নামা।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বব্যাপী এই উদ্যোগ ভারতের পরিস্থিতিতে আরও গুরুত্ব নিয়ে আসে। যে সমস্ত কারণে তাঁদের এই আন্দোলন তা ভারতের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। এখানে বিজেপি সরকার গত কয়েক বছরে বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থবরাদ্দ ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে, আই আই টি সহ সব বিজ্ঞান-শিক্ষায়তনগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের খরচ ছাত্রদের ঘাড় ভেঙে তুলতে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নানা অন্ধতা, কূপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামির প্রচার ও প্রসার চলছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসে আলোচিত হয়েছে দশ হাজার বছর আগে নাকি এ দেশে বিমান উড়ত, তাতে করে মুনি-ঋষিরা শুধু দেশ-দেশান্তরেই নয় অন্য গ্রহেও পাড়ি দিতেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন গণেশের হস্তি-মাথা ত্রেতাযুগে প্লাস্টিক সার্জারির প্রমাণ। তাঁর আরও বক্তব্য মহাভারতের চরিত্র কর্ণের জন্ম হয়েছিল বায়োটেকনোলজির উন্নতির ফলে। এই সব ভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা এ দেশের রাষ্ট্রনায়করা প্রচার করছেন।

তাই এ দেশেও বিজ্ঞানীদের অনুরূপ উদ্যোগের প্রয়োজন এ দেশের মাটিতে বিজ্ঞানকে রক্ষা করতে।